দৈনিক সংবাদ

তারিখ FEB 28 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি

মার্চ থেকে খাদ্য দেয়া হবে ডিলারদের মাধ্যমে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ।। আগামী মার্চ থেকে ডিলারদের মাধ্যমে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচির খাদ্য বিতরণ করা হবে। এছাড়া জুলাই থেকে বন্ধ থাকা খাদ্য বিতরণও সহসা শুরু হবে এবং বকেয়া খাদ্য কর্মসূচিভুক্ত শিক্ষার্থীদের পরিবারকে দেয়া হবে।

গত ৫ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের মূল্যায়ন হচ্ছে, এতদিন স্কুল ম্যানেজিং কমিটির উপর খাদ্য উত্তোলন ও বিতরণের দায়িত্ব থাকায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনিয়ম ও অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষকরা এ কার্যক্রমে জড়িত হওয়ায় পড়াশোনায় বিঘ্ন হচ্ছে। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচিতে জবাবদিহিতা আনার জন্য তাই ডিলার নিয়োগের এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এদিকে একনেক আরো ১ বছরের জন্য শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচির মেয়াদ বৃদ্ধি করায় প্রকল্পের আওতাধীন ছাত্রছাত্রীর পরিবারগুলো খুব সহসাই জুলাই থেকে বকেয়া খাদ্য সাহায্য এককালীন পাবে। সরকারের কাছে গমের পর্যাপ্ত মজুত না থাকায় গত জুলাই থেকে এ কর্মসূচির আওতায় খাদ্য বিতরণ বন্ধ ছিল। সরকারের মজুত পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় গত মাসে একনেক ১ বছরের জন্য এ প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এতে প্রায় ৫শ' কোটি টাকা ব্যয়ে ২ লাখ মেট্রিক টন গম ও ১ লাখ ৬০ হাজার টন চাল বিতরণ করা হবে।

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি ১৯৯৩ সালের জুলাইয়ে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়। এ বছরের জুন পর্যন্ত গত ৫ বছর এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। দেশের ৩ হাজার ইউনিয়নের মধ্যে ১ হাজার ২শ' ৪৩টি ইউনিয়নের ১৭ হাজার ৪শ' ৩টি স্কুল এ কর্মসূচির আওতায় রয়েছে। এসব স্কুলের ভর্তি হওয়া ৫৭ লাখ ৩৯ হাজার ৮শ' ৯০ জন ছাত্রছাত্রীর ৪০ শতাংশ ২২ লাখ ৯৫ হাজার ৯শ' ৫৭ জন ছাত্রছাত্রীর ২১ লাখ ৮২ হাজার ২শ' ১৫টি পরিবার খাদ্য সহায়তা পাচ্ছে। ২০ লাখ ৬০ হাজার ২শ' ৮৪টি এক সন্তানবিশিষ্ট পরিবারের প্রত্যেকে ১৫ কেজি হারে এবং বাকি ১ লাখ ২১ হাজার ৯শ' ৩১টি একাধিক সন্তানবিশিষ্ট পরিবার মাসে ২০ কেজি হারে গম পাচ্ছে। তবে চাল ১২ কেজি এবং ১৬ কেজি হারে দেয়া হবে।

এ বছরের জুনে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় প্রকল্পভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খাদ্য সহায়তা প্রদান বন্ধ রয়েছে। গত মাসে প্রকল্পের মেয়াদ গত জুলাই থেকে আগামী বছরের জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। ফলে শিগগিরই জুলাই থেকে বকেয়া মাসগুলোর খাদ্যশস্য শিক্ষার্থীদের পরিবারকে দেয়া হবে।

একনেক অনুমোদিত ১ বছর মেয়াদি এ প্রকল্পের আওতায় ৬ মাস গম এবং ৬ মাস চাল বিতরণ করা হবে। এতে ২ লাখ ৫৮ মেট্রিক টন গম এবং ১ লাখ ৬০ হাজার ৪৬ মেট্রিক টন চাল প্রয়োজন হবে। খাদ্য অধিদপ্তর থেকে এ গম ও চাল কেনা হবে। এজন্য অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় হচ্ছে ৪শ' ৯৯ কোটি ৭ লাখ ৪৮ হাজার টাকা।

বর্তমানে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচির আওতায় সুবিধাভোগী ছাত্রছাত্রীর পরিবারের মধ্যে বিতরণযোগ্য খাদ্য উত্তোলন ও বিতরণের দায়িত্ব স্কুল ম্যানেজিং কমিটির উপর ন্যস্ত। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের মতে, গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায়, বর্তমান পদ্ধতিতে খাদ্য উত্তোলন ও বিতরণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনিয়ম ও অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। বিশেষ করে প্রধান শিক্ষকসহ অন্য শিক্ষকরা এ কার্যক্রমে জড়িত হওয়ায় পড়াশোনায় বিঘ্ন হচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচিত ইউনিয়নে খাদ্য বিতরণের জন্য ডিলার নিয়োগের প্রস্তাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। এতে ডিলাররা কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নের সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চাহিদাপত্র প্রণয়ন, খাদ্য উত্তোলন ও বিতরণের কাজে নিয়োজিত থাকবে। ডিলারদের এজন্য জবাবদিহি করতে হবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ চলতি '৯৮-৯৯ অর্থবছরে পরীক্ষামূলকভাবে ৬টি জেলার ১২টি ইউনিয়নে ডিলার নিয়োগের প্রস্তাব করে।